মেহেরপুরে সামাজিক সুরক্ষায় ডাল ও চালের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা

বায়োফোর্টিফাইভ ধান সংগ্রহ এবং সামাজিক সুরক্ষায় জলবায়ু বান্ধব মসুর ডাল ও চালের ভূমিকা বিষয়ক এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) বেলা বারোটার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ও মেহেরপুর খাদ্য অধিদপ্তরের আয়োজনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এম এম ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান।

এ ছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজীব হাসান ও কৃষি প্রকৌশলী সুবল চন্দ্র মন্ডল।

এসময় বায়োফোর্টিফাইভ জিংসমৃদ্ধ ধানের উপকারিতা নিয়ে এবং ব্রি ধান ৭৪ সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও আপনি ঘরে বসে আছেন কাদের সবাই বসে আছেন এসামাজিক সুরক্ষায় জলবায়ু বান্ধব মসুর ডাল ও চালের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিকল্পিতভাবে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করতে সকলকে একত্রিত ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কৃষক, কৃষি মাঠকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মীসহ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

পরে স্লাইডের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রেুাভড নিউট্রেশন এর কনসালটেন্ট ড. এম মনির উদ্দিন।

কর্মশালাতে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন ।

মুজিবনগরে বিজিবির অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আটক ১

মুজিবনগরের সীমান্তবর্তি সোনাপুর গ্রাম থেকে একটি বিদেশী পিস্তুল ও ২ রাউন্ড গুলি ও এক বোতল বিদেশী মদসহ আশরাফুল ইসলাম
(৪০) নামে একজনকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ৬ বর্ডারগার্ড (বিজিবি) এর নাজিরাকোনা বিওপি ক্যাম্প।

আটক আশরাফুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত হযরত আলীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৭ এর নিকট বাংলাদেশের ৫০০ গজ অভ্যন্তর থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আটক করেন তাকে বিজিবি সদস্যরা।

সোনাপুর ক্যাম্পের জুনিয়র কর্মকর্তা নায়েক সুবেদার জাকির হোসেন জানান, আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৭ এর নিকট বাংলাদেশ অভ্যন্তরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ একজন অবস্থান করছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে আশরাফুল ইসলাম পালানোর চেষ্টা কালে তাকে আটক করেন বিজিবি সদস্যরা। এসময় তার কাছ থেকে একটি পিস্তল, ২ রাউন্ড গুলি, এক বোতল বিদেশী মদ, একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পরে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত জানান, আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আশরাফুল ইসলামকে বিজিবির পক্ষ থেকে থানায় সোপর্দ করেছে। এ ঘটনায় আগেন্য়াস্ত্র আইনে বিজিবির পক্ষ থেকে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আশরাফুল ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৮৬ টাকার বাজেট ঘোষণা

মেহেরপুর পৌরসভার ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৮৬ টাকার বাজেট ঘোষণা করেন পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বৃহস্পতিবার মেহেরপুর পৌরসভা মিলনায়তনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ও ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে নতুন কোন কর আরোপ না করে এই বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর সভার ১ নং প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত বাজেট অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ২ নং প্যানেল মেয়র সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পী, ৩ নং প্যানেল মেয়র মোছা:রোকসানা খাতুন, ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর হোসেন, ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আল মামুন ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদ, ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীব, ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুঞ্জুরুল কবীর রিপন, ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর শারমিন আক্তার, ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর দিল আফরোজ জোছনা প্রমুখ।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাহী কমকর্তা জিএম ওবায়দুল্লাহ, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, হিসাব রক্ষক মো: মহাদ্দেস আলী। আরও উপস্থিত ছিলেন, পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ পৌরসভার সকল কর্মকর্তা কর্মচারী, বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রিন্ট ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলার চার্জ গঠন

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলায় চার্জ গঠন করেছেন আদালত।
সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন অরণ্য, আবু আক্তার করণসহ পুলিশের দেওয়া চার্জশিটের ১৭ আসামির বিরুদ্ধেই আদালত চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোঃ মনজুরুল ইমাম এই আদেশ দেন। আলোচিত ও সমালোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে পর্ণগ্রাফি ও চাঁদাবাজির দুইটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। চাঁদাবাজি মামলা (মামলা নম্বর ৪০৪/২৩) এর চার্জ গঠন করল আদালত। একই সাথে আদালত আগামী ২৭ জুলাই ২০২৪ তারিখে সাক্ষগ্রহণের দিন নির্ধারণ করেছেন।

এদিন মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি সাংবাদিক ও আইনজীবি তুহিন অরণ্য, সাংবাদিক আবু আক্তার করনসহ আরো কয়েকজন তাদের আইনজীবির মাধ্যমে মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতির আবেদন করেন। তবে বিচারক আসামিদের আবেদন আমলে না নিয়ে চার্জশিটভুক্ত সকল আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দেন।
চার্জ গঠনের শুনানিতে আসামি পক্ষের আইনজীবি হিসেবে আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামসহ তাদের জুনিয়ররা।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ছিলেন জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য। ইতোপূর্বে নাজনিন খান প্রিয়া ও ছন্দা খাতুনের ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে মোট ৩৫ জন আসামি সনাক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তে ১৮ জনের বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় তাদেরকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাকি ১৭ জন আসামীর নামে আদালতে চার্জশিট দাখিল করলে আদালত সেটা গ্রহণ করে।

চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি হিসেবে যাদের পুলিশ চার্জভুক্ত করেছিল তারা হলেন মোছাঃ নাজনিন খান প্রিয়া, মোছাঃ

ছন্দা খাতুন, মোঃ মামুন জোয়ার্দ্দার, মোঃ মতিয়ার রহমান, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ হাসিবুল হক জয়, মোঃ মিজানুর রহমান জনি (মামলা চলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন), নেহাল আল মুকিত, মোঃ শাহাজাহান আলী, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন অরন্য, আবু আক্তার করন, মোছাঃ রেক্সোনা আরা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাসা।

মেহেরপুরে পেকিং জাতের হাঁস পালন করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন গ্রামীণ নারীরা

মেহেরপুরে ব্রইলার টাইপের পেকিং জাতের হাঁস পালন করে সাবলম্বি হচ্ছেন গ্রামীণ নারীরা । সল্প বিনিয়োগ ও অল্প সময়ে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম ব্রইলার টাইপ পেকিং প্রজাতির হাঁস পালন। সহজ ব্যাবস্থাপনা ও ভালো বাজার দরের কারণে ব্রইলার টাইপ পেকিং জাতের হাঁস পালন জেলার বিভিন্ন গ্রামের নারীদের সৌখিন ও পছন্দের পেশায় পরিনত হয়েছে। এতে একদিকে যেমন পরিবারের মাংসের চাহিদা পুরণ হছে অন্যদিকে বাড়তি আয়ের উৎস বলেও মনে করছেন গৃহিনীরা।

খামারী পর্যায়ে পেকিং জাতের হাঁস পালনে গ্রামের অস্বচ্ছল নারীদের সাবলম্বি করতে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন। অনেকেই বাণিজ্যিক ভাবে পালন করেও লাভবান হচ্ছে। কারিগরি সহযোগিতায় কাজ করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি নামের বেসরকারি সংস্থা। নারীদের পাশাপাশি বেকার যুবকেরাও এগিয়ে আসছে এ জাতের হাঁস পালনে। ।

গাংনী উপজেলার রাইপুর গ্রামের আক্তারুল ইসলামের স্ত্রী রিনা খাতুন বলেন, আমার অভঅবের সংসার। স্বামীর রোজাগরের টাকায় সংসার চালাতে খুবই কষ্ট হতো। ছেলে মেয়েদের হাতে দুএক টাকা দিতে পারতাম না। পরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির লোকজন আমার দুরবস্থা দেখে পেকিং জাতের হাঁসের বাচ্চা দেয় এবং তা পালনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ

ও আর্থিক সহায়তা করেন। আমার বাড়িতে এখন ৩৫টি পেকিং জাতের হাঁস রয়েছে। এ হাঁস পালনে পানির প্রয়োজন হয়না। এই জাতের হাঁস পালনের বিশেষ বৈশিষ্ঠ হচ্ছে, এই জাতের হাঁস দ্রত বর্ধনশীল। দুই মাসে প্রায় ৩ কেজি ওজন হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী ও মৃত্যুর হার তুলনামূলক কম এবং মাংস সুস্বাদু। প্রাকৃতিক জলাশয়ের প্রয়োজন পড়েনা পাশাপাশি স্বল্প পুঁজিতে অধিক লাভ। এখন আমার সংসারের টুকিটাকি খরচ আমি নিজেই হাসের ডিম ও মাংস বিক্রি করে করতে পারি।

বেতবাড়িয়া গ্রামের মিনুয়ারা খাতুন বলেন, বাড়িতেই পেকিং হাঁস পালন করি। কোন সসম্যা হলে সংস্থার পাণি সম্পদ কর্মকর্তাকে জানায়। তিনি আমাদের সার্বিক সহায়তা দেন। সংস্থার কাছ থেকে বিনামূল্যে পেকিং জাতের হাঁসের বাচ্চা দিয়েছিল। হাঁস ও ডিম বিক্রি করে আমার সংসারের অনেক স্বচ্ছলতা এসেছে।

তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর জাকিরের স্ত্রী সাথিয়ারা জানায়, স্বামীর রোজগারে ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার খরচ যোগানো খুবই কষ্ট হতো। এখন আমার বাড়িতে ৩৫টি পেকিং জাতের হাঁস পালন করি। প্রতিদিনই প্রায় সব হাঁসেই ডিম দিচ্ছে। ডিম বিক্রি করে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া খরচ ও পোশাক কিনে দিতে সমস্যা হচ্ছেনা। আমার হাত খরচের টাকাও আর স্বামীর কাছ থেকে নিতে হয়না। আমার সংসারে অনেকটাই আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে। তবে বানিজ্যিক ভাবে খামার করার চেষ্টা করছেন উপকারভোগী নারীরা।

জানা গেছে, সারা দেশে সমন্বিত কৃষি ইউনিট ভুক্ত প্রাণিসম্পদ খাতের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে পেকিং প্রজাতির হাঁস পালন প্রকল্পটি চালু করে। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)।

কর্মসূচির আওতায় গাংনী উপজেলাতে খামারীদের স্বল্প সময়ে মাংস ও ডিম উৎপাদনে ব্রইলার টাইপ পেকিং হাঁস পালন বিষয়ক ৬৩ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও খামারিদের মাঝে পেকিং হাঁস পালনের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণের পাশাপাশি খামারিদের পেকিং হাঁস পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, খামার দিবস, পরামর্শ কেন্দ্র এবং ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)। এ প্রকল্পের আওতায় শতাধিক অস্বচ্ছল পরিবার এখন আর্থিক স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী পলাশীপাড়া পিএসকেএস এর নির্বাহী পরিচালক মুহা: মোশাররফ হোসেন বলেন, পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা পুরুনে পেকিং জাতের হাঁসপালন প্রকল্পটি আমরা বাস্তবায়ন করছি। এতে অনেকের সংসারে স্বচ্ছলতা আসছে। খামারী পর্যায়ে পেকিং জাতের হাঁস পালনে গ্রামের অস্বচ্ছল নারীদের সাবলম্বি করতে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন। অনেকেই বাণিজ্যিক ভাবে পালন করেও লাভবান হচ্ছে। পিছিয়ে পড়া মানুষকে আর্থিক স্বচ্ছলতায় সক্ষম করতে আমাদের এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা: নাসিমা খাতুন বলেন, আমাদের সমাজে অনেক পরিবার আছে যারা অনেক অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে সংসার চালায়। তাদের আমরা সরকারি ভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মমুখি করে সাবলম্বী করে তুলছি। সরকারি সহায়তার পাশাপাশি অনেক বেসরকারি সংস্থাও নারীদের কর্মমুখী করতে নানা কর্মসুচি হাতে নিয়েছে। তেমনি একটি সংস্থা পিএসকেএস। পেকিং জাতের হাঁস পালন করে অনেক নারীরা তাদের সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছে। অনেকেই এখন সংসারে আত্ননির্ভরশীল হচ্ছে।

গাংনীতে সোঁয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারী আটক

মাদক বিরোধী পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে সোঁয়া সাত কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের বাবর আলীর ছেলে সবুজ হোসেন (২৪) ও সাহেবনগর গ্রামের মৃত্যু ফকির আলীর ছেলে উজির আলীর।

আজ বুধবার (২৬ জুন) দুপুরে গাংনী থানায় প্রেসব্রিফিং করে জানান ওসি মো: তাজুল ইসলাম।

তিনি জানান, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে ভারতীয় সীমান্তবর্তি ধলা গ্রাম থেকে মাদকের একটি চালান পার হচ্ছে এমন সংবাদের

ভিত্তিতে ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) আশরাফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে সাড়ে ছয় কেজি গাঁজাসহ রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের সবুজকে আটক করেন। এসময় গাঁজা কারাবারের সাথে জড়িত অপর আসামি রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের মৃত্যু আবু তালেবের ছেলে সাফায়াত আলী পালিয়ে গেছে।

অপরদিকে ভবানীপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাহেবনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে সোয়া ৫ শ গ্রাম গাঁজাসহ উজির আলীকে আটক করা হয়। এসময় অপর আসামি একই গ্রামের মকসেদ আলীর ছেলে মন্টু ধলা পালিয়ে যায়।

পৃথক দুটি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে দুটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক দুই মাদক কারবারীকে আজ বুধবার (২৬ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আনসার ও ভিডিপি’র উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কিত এক উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালের দিকে জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রশিক্ষণার্থী ব্যারাকের ক্লাসরুমে এ উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশিক্ষক মানিক মিয়ার সঞ্চালনায় জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

জেলা কমান্ড্যান্ট তার বক্তব্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনয়নে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ২০০৮ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তন করার বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করাসহ ২০২২-২৩

অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ প্রণীত হয় যার অধীনে প্রধানমন্ত্রী গত ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এতে জেলা কার্যালয়সহ বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেতা-দলনেত্রী, উপজেলা/ইউনিয়ন আনসার কোম্পানি কমান্ডার ও অন্যান্য ভাতাভোগী সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভাতাভোগী সদস্যদের মধ্যে ৭৫ জন এ স্কিমের আওতায় এসেছেন।

মুজিবনগরে সমবায় অধিদপ্তরের মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরের দিনব্যাপী মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের পর্যটন মটেলের অডিটোরিয়ামে মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) এর বাস্তবায়নে দিনব্যাপী মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সমবায় অফিসার মহাবুবুল হক মন্টু এর সভাপতিত্বে, দিনব্যাপী মাসিক যৌথসভা ও ই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে, আমন্ত্রিত অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার খাইরুল ইসলাম, জেলা সমবায় অফিসার প্রভাষ চন্দ্র বালা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা সমবায় অফিসের প্রশিক্ষক নুরুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক শাহিনুজ্জামান,

উপজেলা সমবায় অফিসের অফিস সহকারি সাঈদ আনোয়ার।
মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণে উপজেলার ১৬ টি গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির ১২০ জন সমবায়ী অংশগ্রহন করেন।
মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ সকাল ১০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৩ টায় শেষ হয়।

গাংনীতে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে তরুণীর অনশন!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামে বিয়ের দাবি নিয়ে তরুণ প্রেমিকের বাড়িতে তিনদিন যাবৎ অনশনে বসেছেন কলেজ পড়ুয়া এক তরুণী।

গত শুক্রবার (২১ জুন) বামন্দী ইউনিয়নের বালিয়াঘাট ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমপাড়া এলাকার প্রেমিক জাহিদ হাসানের বাড়িতে অনশনে বসেন ওই তরুণী।

এদিকে প্রেমিকার অবস্থানের খবর পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে প্রেমিক জাহিদ হাসান। ঘটনাটি জানাজানি হলে গ্রামজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। অনশনরত তরুণীকে দেখতে জাহিদের বাড়িতে হাজার হাজার নারী পুরুষ উৎসুক মানুষ ভিড় জমিয়েছেন।

প্রেমিক জাহিদ হাসান গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের বালিয়াঘাট গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার মহব্বত আলীর ছেলে।

ওই তরুণী মিতা খাতুন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের দারেজ উদ্দীনের মেয়ে ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ থেকে গত বছর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে।

মিতা খাতুন জানান, বিগত চার বছর পূর্বে থেকে জাহিদ হাসানের সাথে তার প্রেম চলছিল। জাহিদ হাসানের বাড়ি তার বাড়ি পাশাপাশি গ্রামে হওয়ায় প্রায় তাদের দুজনের দেখা হতো। মাঝে মাধ্যে রাতেও তাদের

দুজনের দেখা সাক্ষাত হতো। জাহিদ হাসান তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিক দিন দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেন। তরুণী জানান, এর মধ্যে আমার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলেও জাহিদ সেই বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। আমাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে বলেও হুমকী দিতো। অনেকদিন সে মোবাইল ফোনে ভিডিও কল দিয়ে গলাই রশি পেছিয়ে আত্মহত্যারও হুমকি দিয়েছে। গত ২০ জুন তারিখ জাহিদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের বাড়িতে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে যাওয়ার কথা ছিল। আমার পরিবারের লোকজন সব কিছুর আয়োজন করেছিল। কিন্তু হঠাৎ জানানো হয় বিয়ে হবে না। জাহিদের পরিবার থেকে দেখতে যাবেনা। পরে জাহিদ আমাকে ম্যাসেজ দেই তুমি চলে এসো। নাহলে তোমার সাথে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ে দেবে না। তার সেই ম্যাসেজের সাড়া দিতেই আমি আমার পরিবারের সব কিছু ত্যাগ করে তাকে পাওয়ার জন্য চলে এসেছি। আমি জাহিদের বাড়িতে আসার পরপরই তার মা ও পরিবারের অন্য সদস্য মিলে জাহিদকে সরিয়ে রেখেছেন। আমি জাহিদকে না পেলে এই সমাজে মুখ দেখাতে পারবোনা। আমি তার সাথে সংসার পাততে চাই। জাহিদ আমাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গিয়ে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করেছেন। আমি এখানে চলে আসার পর থেকেই জাহিদ ও তার পরিবারের লোকজন তালবাহানা শুরু করেন। পরে আমি বাধ্য হয়েই বিয়ের দাবি নিয়ে জাহিদের বাড়িতে অবস্থান নিয়েছি। আমি জাহিদকে না পেলে এই বাড়িতেই আত্মহত্যা করবো।

এদিকে তরুণীর অবস্থানের পর জাহিদ হাসানের বাবা মহব্বত আলী তাকে মেনে নিতে চাইলেও জাহিদের মা জান্নাতুল খাতুন ও তার খালু বামন্দীর আব্দুল রশিদ তালবাহানা করে তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে রেখেছে।

জাহিদের মা জান্নাতুল খাতুন বলেন, এই মেয়ে আমার বাড়িতে আসার পরপরই আমার ছেলে বাড়ি ছেলে পালিয়েছে। আমি এই মেয়েকে মেনে নিতে পারবোনা। তাছাড়া আমার ছেলেই তো এখন পলাতক বিয়ে দেবো কার সাথে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন প্রতিবেশী জানান, জাহিদ ও তার বাবা ওই তরুণীকে মেনে নিতে চাইলেও তার মা এবং খালা খালু মেনে নিতে পারছেন না। অবস্থানরত ওই তরুণীর গায়ে আলকুশি দেবে বলেও হুমকী দিয়েছেন আব্দুর রশিদের স্ত্রী জয়নব খাতুন।

বামন্দী ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) আসাদুল ইসলাম

বলেন, বিষয়টি নিয়ে গত তিনদিন এলাকার মানুষ ভীড় জমাচ্ছে ওই বাড়িতে। আমি নিজেও বেশ কয়েকবার গেছি এটি নিয়ে সমাধান করার জন্য। ওই তরুণীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সে ওই বাড়ি থেকে বের হবেনা। এছাড়া পরিবারের লোকজনকেও বোঝানোর চেষ্টা করেছি বিয়ে দিয়ে দিতে। তারাও মেয়েটিকে মেনে নিচ্ছেন না। তারপরেও আজ সোমবার (২৪ জুন) সন্ধ্যায় বিষয়টি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সমাধানের জন্য বসা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, ঘটনাটি শুনার পর ওই তরুণীকে বোঝানোর জন্য আমি নিজে ঘটনাস্থলে গেছি। সে এখন বিয়ে ছাড়া ওখান থেকে উঠবে না। আমিতো তাকে জোর করে কিছু করতে গেলে সে অন্য কোনো কিছু করে ফেললে এই দায় কে নেবে। যে কারনে আমি আপাতত ওই তরুণীর নিরাপত্তার জন্য দুজন নারী পুলিশ কনেস্টবল রেখেছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানদের বরণ

আনন্দ ঘন পরিবেশে ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেয়া হলো ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০২৪ এ নির্বাচিত গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানদের।

আজ সোমবার (২৪ জুন) সকাল সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে তাদের বরণ করে নেই উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ

খালেক, উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান মো: ফারুক হাসান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছা: নাছিমা খাতুন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদউর রহমান, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন শাওন, গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা, গাংনী উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দিন প্রমুখ।

বরণ অনুষ্ঠানে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, নবনির্বাচিত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, ভাইসচেয়ারম্যান ফারুক হাসান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান মোছা: নাছিমা খাতুনকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন।

এর আগে এমপি এএসএম নাজমুল হক সাগর, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, ভাইসচেয়ারম্যান ফারুক হাসান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান নাছিমা খাতুনের নামে উপজেলায় তিন বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

বক্তার নবনির্বাচিত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানদের কাছে শান্তিপূর্ণ ও স্মার্ট গাংনী উপজেলা গড়ে তোলার প্রত্যাশা করেন।